ISSN 1991-8976

RAJSHAHI UNIVERSITY LAW JOURNAL

FACULTY OF LAW
RAJSHAHI UNIVERSITY

2006

ARTICLES

Dower in history and it's significance in Islamic law

The Emergence of Plantation Labour in Bengal: A historical and legal study

The Convention on the Rights of the Child, 1989: Its Success or Failure after 17 years

The concept of Islamic Law and its application in Bangladesh

Hiring and Firing of Securities Regulators in Bangladesh and Australia: A Comparative Review

Rights and Care for Elderly People : Bangladesh Perspective

The Law of Maintenance and its Implementation in Bangladesh: A Comparative Study

The Nexus between Electronic and Paper Evidence under the Evidence Act, 1872

Inheritance of Orphan Grandchildren under Islamic law of Succession: A study of the impact of section 4 of the Muslim Family Laws Ordinance, 1961

পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত কতিপয় গুরত্বপূর্ণ কমিটি: একটি পর্যালোচনা

বাংলাদেশের শিকস্তি ও পয়স্তি আইন : একটি পর্যালোচনা

ইসলামে মোহরানার অধিকার ও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ঃ একটি পর্যালোচনা

সাইবার ক্রাইম : আইন প্রয়োগ, সমস্যা ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান

শিশু নির্যাতন এবং শিশু অধিকার ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধ এর প্রভাব ঃ একটি আইনী পর্যালোচনা

Abstract on the Project Legal Rights of the Child: Policy and Enforcement in Bangladesh, 1995

Scanned with CamScanner

ISSN 1991-8976

Rajshahi University Law Journal

Volume 03 2006

Published by:
Dean
Faculty of Law
Rajshahi University
Rajshahi- 6205
Bangladesh

FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF RAJSHAHI

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal 2006

Editorial Board

Editor **Professor Dr. Begum Asma Siddiqua**
Dean, Faculty of Law, RU

Member **Professor Dr. A B Siddique**
Department of Law & Justice, RU

Professor A F M Mohsin
Department of Law & Justice, RU

Dr. Mohammad Abdul Hannan
Department of Law & Justice, RU

Sayeeda Anju
Department of Law & Justice, RU

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal

FACULTY OF LAW

UNIVERSITY OF RAJSHAHI

Volume 03 2006

Published by

Dean

Faculty of Law

Rajshahi University

Rajshahi- 6205

Bangladesh

© Reserved by the Publisher

Cover Design & Printed by

B T S Commercial Institute

Benodpur Bazar, Rajshahi

Printed at:

Barendra Printing Press & Packaging

Sapora, Rajshahi

Subscription Rates

For Individuals: **Tk. 100.00 US$ 20** (without postage)

For Organisation: **Tk. 150.00 US$ 30** (without postage)

[Published in December 2006]

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal 2006

Authors' Name	Article	Page
Dr. Begum Asma Siddiqua	Dower in history and it's significance in Islamic law	1-10
Dr. Md. Gholam Kibria	The Emergence of Plantation Labour in Bengal: A historical and legal study	11-22
Dr. Mohammad Abdul Hannan M. Ahsan Habib	The Convention on the Rights of the Child, 1989: Its Success or Failure after 17 years	23-36
Dr. Muhammad Faiz-ud-Din	The concept of Islamic Law and its application in Bangladesh	37-46
Dr. S M Solaiman	Hiring and Firing of Securities Regulators in Bangladesh and Australia: A Comparative Review	47-70
Md. Ahsan Kabir	Rights and Care for Elderly People : Bangladesh Perspective	71-84
Md. Delower Hossain	The Law of Maintenance and its Implementation in Bangladesh: A Comparative Study	85-96
Zulfiquar Ahmed	The Nexus between Electronic and Paper Evidence under the Evidence Act, 1872	97-112
Muhammad Ekramul Haque	Inheritance of Orphan Grandchildren under Islamic law of Succession: A study of the impact of section 4 of the Muslim Family Laws Ordinance, 1961	113-124
ড. রাকিবা ইয়াসমিন	পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কমিটি: একটি পর্যালোচনা	125-144
মো. আব্দুল আলীম	বাংলাদেশের শিকস্তি ও পয়স্তি আইন : একটি পর্যালোচনা	145-156
মো. আব্দুর রহিম মিয়া	ইসলামে মোহরানার অধিকার ও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ঃ একটি পর্যালোচনা	157-178
মুসতাক আহমেদ মো. সাহাল উদ্দীন	সাইবার ক্রাইম : আইন প্রয়োগ, সমস্যা ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান	179-200
সালমা আখতার খানম	শিশু নির্যাতন এবং শিশু অধিকার ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	201-222
মোসা. সাঈদা আঞ্জু সারাওয়াত রশীদ	বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধ এর প্রভাব ঃ একটি আইনী পর্যালোচনা	223-238
A F M Mohsin	Abstract on the Project Legal Rights of the Child: Policy and Enforcement in Bangladesh, 1995	239

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal, 2006: **157-178**

ইসলামে মোহরানার অধিকার ও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটঃ একটি পর্যালোচনা

মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া*

Abstract:

Dower, under Islamic law, is a sum of money or other property promised by the husband to be paid or delivered to the wife in consideration of the marriage and even where no dower is expressly fixed or mentioned at the marriage ceremony, the law confers the right of dower upon the wife as a necessary effect of marriage. Dower is the exclusive right for the wife declared by Islam. Mainly, payment of dower is a religious mandate for every husband and it is a fixed right of wife prescribed by Allah. The amount of dower can be high or low with the variation of society and economic condition of the parties. Contrary to the Islamic concept, most of the people of Bangladesh have taken dower just as a formality and their outlook is inconsistent with the provisions of the Quran and the Sunnah. Due to ignorance of Sharia law and the existing Bangladeshi laws, most of the women are not conscious about their right of dower. Most of the Muslim husbands of Bangladesh are strongly indifferent towards the payment of dower. For these reasons, it is the strong demand of Muslims in the present social context to ensure dower of women by increasing consciousness. Reinterpretations of the Islamic laws and statutory laws are also necessary. In this regard, the definition and conditions of dower according to Islam and valuation of dower in the Bangladeshi socio-economic context have been discussed in this article. Some recommendations have been suggested in the conclusion to ensure the rights of dower for women in Bangladesh.

ভূমিকা: মুসলিম বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হলো মোহরানা। 'মোহরানা' হলো নির্দিষ্ট পরিমান টাকা বা সম্পত্তি যা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে পরিশোধ অথবা সরবরাহ করা হয় বিবাহের প্রতিদান হিসাবে। ইহা স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে আইনের মাধ্যমে স্বামীর উপর আরোপিত হয়। ইসলামে 'মোহরানা' অবশ্য দেয় হিসাবে ধার্য করার ও তা যথারীতি আদায় করার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিবাহে মোহরানা দেয়ার ব্যবস্থা যেমন করা হয়েছে, তেমনি এ জিনিসকে ইসলাম একমাত্র মেয়েদেরই প্রাপ্য একচেটিয়া অধিকারের বস্তু বলে ঘোষণা করেছে। বস্তুত: মোহরানা যখন মেয়েদের জন্য আল্লাহর বিশেষ দান, তখন তা আদায় করা স্বামীদের পক্ষে ফরজ এবং স্বামীদের উপর তা হচ্ছে স্ত্রীদের আল্লাহর নির্ধারিত অধিকার। মোহরানার পরিমান নির্দিষ্ট থাকতেও পারে

* *প্রভাষক, আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

Scanned with CamScanner

আবার নাও পারে। যদিও নির্দিষ্ট না থাকে তবুও আইন স্ত্রীর মোহরানার অধিকার নিশ্চিত করবে। মোহরানার পরিমান সমাজ, লোক ও আর্থিকমানের পার্থক্যের কারণে কমও হতে পারে আবার বেশিও হতে পারে। তবে মোহরানার পরিমান এমন হওয়া উচিৎ যা সহজে স্বামী আদায় করতে পারে। উভয় পক্ষের কর্তব্য হচ্ছে স্বামীর আর্থিক সামর্থ্য ও স্ত্রীর মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন পরিমান মোহরানা নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেয়া। কিন্তু বাংলাদেশে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে মোহরানার ব্যাপারে বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানকার বেশিরভাগ মানুষ মোহরানাকে গ্রহণ করেছে নিছক একটি আনুষ্ঠানিকতা হিসাবে। ফলে বাংলাদেশে মোহরানার ক্ষেত্রে নারী অধিকার লংঘিত হচ্ছে। মোহরানা সম্পর্কিত শরীয়াহ্ আইন ও বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে এদেশের অধিকাংশ মেয়ে মোহরানার অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। তাই মোহরানা তাদের অধিকার হওয়া স্বত্তেও তা স্বাচ্ছন্দে উপভোগ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিনিয়তই। আবার মোহরানা সম্পর্কে এদেশের অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও কোরান ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সঙ্গতকারণে এ বিষয়ে ইসলামের বিধি-বিধানসমূহের সঠিক ব্যাখ্যার দ্বারা সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, ইসলামী কাঠামোর অধীনে সংশ্লিষ্টদের বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে মেয়েদের মোহরানার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা শরীয়াতের একটি নৈতিক দাবী। বক্ষমান প্রবন্ধে মোহরানার পরিচয়, মোহরানার বাধ্যবাধকতা ছাড়াও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব মূল্যায়ন এবং মোহরানার অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য কতিপয় সুপারিশ আলোচনা করা হয়েছে। 'মোহর' ও 'মোহরানা' আলোচ্য প্রবন্ধে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

'মোহরানা'র সংজ্ঞা

ইসলামী আইন মতে বিয়ে হলো বর ও কনের মধ্যে একটি পবিত্র, ধর্মীয় ও সামাজিক চুক্তি (আক্‌দ)। মোহর বা সাদাক্ এর অপরিহার্য অঙ্গ। মোহর বা সাদাক স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে দেয় বাধ্যতামূলক সম্পত্তি। এটি সম্মানের প্রতীক অথবা স্ত্রীর নিজের প্রাপ্য অর্থের একটি আইনসঙ্গত যামানতী হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। 'মোহর' শব্দের অর্থ 'প্রতিদান'। বিবাহ বন্ধন স্থাপনের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াত কর্তৃক প্রবর্তিত স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকারকে 'মোহর' বলে। 'মোহর' হলো নির্দিষ্ট পরিমান টাকা অথবা অন্যান্য সম্পত্তি যা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে পরিশোধ অথবা সরবরাহ করা হয় বিবাহের প্রতিদান হিসাবে। এমনকি বিবাহ অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে মোহরানা নির্ধারিত বা উল্লেখিত না

হলেও আইন স্ত্রীর মোহরের অধিকার নিশ্চিত করবে।[১] ইহা স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে আইনের মাধ্যমে স্বামীর উপর আরোপিত হয়।

আব্দুর রহমান আল জাযারী'র মতে, মোহর ঐ সম্পত্তির নাম যা মহিলা থেকে প্রশান্তি লাভের পরিবর্তে বিবাহের সময় প্রদান করা বা এমনকি যদি বিবাহ নষ্ট হয় অথবা অনুরুপ কিছু হয় তবুও ওয়াজিব।[২]

ইবনুল আবেদীন শামী বলেন, "মোহর এমন ধরণের অর্থ সম্পদকে বুঝাবে, যা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রীর উপর স্বামীত্বের অধিকার লাভের বিনিময়ে স্বামীকে আদায় করতে হয়, হয় বিয়ের সময়ই তা ধার্য হবে নতুবা বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার কারণে তা আদায়[*] করা স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে।"[৩] ড. ওয়াহাবাহ্ আয্ যুহাইলী'র মতে, মহিলা তার স্বামীর কাছে বন্ধনের বিনিময়ে যে সম্পদের অধিকার প্রাপ্ত হয় তাকে মোহর বলে।[৪]

সুতরাং বলা যায় মোহর হলো মুসলিম বিবাহের ক্ষেত্রে একজন স্ত্রীর পরিপূর্ণ অধিকার যা পরিশোধ করা স্বামীর আইনগত ও ধর্মীয় দায়িত্ব। যদি বিবাহের পূর্বে কিংবা বিবাহের সময় কোন দেন মোহর ধার্য নাও হয়, কিংবা পূর্বাহ্নে এমনও স্থির হয় যে, স্ত্রী কোন দেন মোহরের অধিকারী হবেনা, তা হলেও বিবাহ বৈধ হবে এবং স্ত্রী দেনমোহর আদায় করার অধিকারী হবে।[৫] 'দেনমোহর কোন বিনিময় মূল্য নয়।'[৬]

মোহরের প্রকারভেদ

দেনমোহর দুই প্রকার- নির্দিষ্ট দেনমোহর (মোহরে মুসাম্মা) এবং যথাযোগ্য দেনমোহর (মোহরে মিস্ল)। বিবাহের পূর্বে কিংবা বিবাহের সময়ে কিংবা বিবাহের পরে দেনমোহর স্থিরীকৃত হতে পারে। যখনই হোক না কেন যদি দেনমোহর হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ কিংবা অন্য প্রকার 'মাল' এর উল্লেখ করা হয় তাহলে উক্ত দেনমোহরকে

---

[১] আব্দুল কাদির বনাম সেলিমা, এ. আই. আর (১৮৮৬)।

[২] আব্দুর রহমান আল জাযাইরী, কিতাবুল- ফিকহ 'আলা মাযাহিবুল' 'আরবায়া; ৪র্থ খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল- ফিক্র, ১ম সংস্করন, ১৪১৭ হিজরী, ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দ), পৃ. ৮৬।

[*] 'আদায়' বলতে স্বামী কতৃক স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধকে বুঝায়।

[৩] ইবনুল আবেদীন শামী, রাদ্দুল মুহতার, ৩য় খণ্ড (বৈরুত, দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৯/ হিজরী, ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ) পৃ. ১০০-১০১।

[৪] আল ফিকহুল- ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহূ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৬৭৫৮।

[৫] Hedaya 45, Baellee 71.

[৬] Abdur Rahim, 334, Hedaya 44.

নির্দিষ্ট দেনমোহর বলা হয়। যদি নির্দিষ্টভাবে উহা কখনও উল্লেখ না করা হয় তাহলে আদালত কর্তৃক উহা স্থির করা হয় এবং স্ত্রীকে দেয় দেনমোহর কত হবে উহা আদালত কতিপয় নিয়মানুসারে বিচার বিবেচনার মাধ্যমে স্থির করে দেয় এবং তাকেই যথাযোগ্য দেনমোহর (মোহরে মিস্‌ল) বলে। আদালত কর্তৃক এই যথাযোগ্য দেনমোহর নির্ধারিত হবে স্ত্রীর পিতার সামাজিক অবস্থান, পিতৃকূলের কন্যাগণের দেনমোহর, স্ত্রীর নিজস্ব যোগ্যতা, যেমন- বয়স, সৌন্দর্য, আর্থিক অবস্থা, বুদ্ধিমত্তা, ধার্মিকতা, কুমারিত্ব, ধর্ম প্রভৃতি বিষয় এবং স্বামীর অবস্থার উপর ভিত্তি করে।[৭] মোহরানাকে তলবী ও স্থগিত দেনমোহর হিসাবেও শ্রেণীভাগ করা যায়। বিবাহের পরে স্ত্রী যে মুহূর্তে দেনমোহর দাবী করবে সেই মুহূর্তেই স্বামী দেনমোহর পরিশোধ করতে বাধ্য। ইহাই তলবী দেনমোহর। কোন বিশেষ ঘটনা ঘটলে, মৃত্যু বা তালাকের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে স্থগিত দেনমোহর প্রদান করতে হয়। তলবী দেনমোহর স্ত্রী কর্তৃক মিলনের আগে বা পরে যে কোন সময় আদায়যোগ্য। তলবী দেনমোহর প্রদান না করলে স্ত্রী স্বামীর সাথে বসবাস বা সহবাস করতে অস্বীকার করতে পারে।[৮] স্বামী যে কোন সময় সমস্ত দেনমোহরকে তলবী করতে পারেন।[৯] স্ত্রী স্থগিত দেনমোহর বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্বে দাবী করতে হকদার নয়, কিন্তু স্বামী ইচ্ছা করলে স্থগিত বা বিলম্বিত দেনমোহর তলবী গন্যে যে কোন সময় দিতে পারে কিংবা তদপরিবর্তে সম্পত্তি দিতে পারে।[১০]

নির্দিষ্ট দেনমোহর স্থির করা হয়েছিল কিনা, তা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করতে হয়। যদি তা প্রমাণিত না হয় তাহলে প্রিভি কাউন্সিলের মতে উহার জন্য পরিবারের মধ্যে যে দেনমোহর প্রচলিত আছে তার অনুসন্ধান করতে হবে।[১১] শিয়া আইন অনুযায়ী মোহরে মিস্‌ল স্ত্রীর আভিজাত্য, সৌন্দর্য এবং তার পিতৃকূলের কন্যাদের প্রথানুরূপ হবে। তবে কোন ক্ষেত্রেই হযরত মুহাম্মদ (সা:) কর্তৃক প্রদত্ত মোহর আসসুন্নাত- এর অধিক অর্থাৎ ৫০০ দিরহামের অধিক হবেনা।[১২] কাবিননামায় যে পরিমান অর্থ উল্লেখ থাকবে সেই পরিমান অর্থই দেনমোহরের মামলায় দাবী করা যাবে। স্বামী এরূপ মামলায় কাবিননামায় লিখিত অংক সঠিক নয় মর্মে দাবী উত্থাপন করলে আদালত এই সিদ্ধান্তে আসেন যে

---

[৭] হেদায়া, পৃ. ১৪।

[৮] নেইল বেইলী, এ ডাইজেস্ট, পৃ. ৯৫।

[৯] AIR 1922, Lahore, 172.

[১০] AIR 1934 Allahabad 41

[১১] *Mst Bibi Bachun Vs Sheikh Hamid* 14 MIA 337, P. 385-386.

[১২] *Razia Bano Vs Nawab Ara Begum* 1955 N.U.C 3602 (All)

কাবিননামায় যে পরিমান অর্থের উল্লেখ আছে তার বিপক্ষে বিবাদীর বক্তব্য সাক্ষ্য আইনের ৯২ ধারায় গ্রহণযোগ্য নয়, বাদিনীর দাবীই গ্রহণযোগ্য।[১৩] মোটকথা মোহরকে যতভাবেই শ্রেণীবিভক্ত করা হোক না কেন, স্থিরীকৃত হোক বা না হোক এটা স্ত্রীর অধিকার এবং স্বামী ইহা প্রদানে আইনগতভাবে বাধ্য।

মোহরানার পরিমান

মুসলিম বিবাহের ক্ষেত্রে মোহরানার পরিমান নির্ধারিত থাকতেও পারে নাও পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে যদি বিবাহের পূর্বে বা বিবাহের সময়ে মোহরানা নির্ধারণ করা না হয় তাহলে পরবর্তীতে পক্ষগণের কার্যকারিতার দ্বারা অথবা আদালতের কার্যক্রমের দ্বারা মোহরানার পরিমান নির্ধারণ করা যায়। মুসলিম আইনে মোহরানার নূন্যতম পরিমান নির্দিষ্ট করা আছে কিন্তু সর্বোচ্চ পরিমানের সীমা নির্দিষ্ট নাই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাকো তবুও তা থেকে কিছু প্রতিগ্রহণ করোনা"।[১৪]

মোহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ ইচ্ছামত ধার্য করা যায়। তবে মোহর ধার্য করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা ভাল নয়। রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, "অধিক বরকতময় বিবাহ সেই বিবাহ যার মোহর সহজসাধ্য হয়। মোহর যত বেশি পরিমাণই ধার্য করা হোক না কেন তা আদায় করা ওয়াজিব।"[১৫] নির্দিষ্ট দেনমোহরের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত না হলেও সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারিত আছে। বিভিন্ন মাযহাবে এর প্রমান পাওয়া যায়। হানাফী মাযহাবে-[১৬]

সর্বনিম্ন মোহর দশ দিরহাম বর্তমান যামানায় এর পরিমান চল্লিশ কুরশ।[১৭]

মালিকী মাযহাবে তিন দিরহাম অথবা ব্যবসার মাল, যা তিন দিরহামের সমান হয়।[১৮] শাফী ও হাম্বলী মাযহাবে অনুসারে মোহরের কোন নির্দিষ্ট পরিমান নেই। বরং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পারস্পরিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মোহরের পরিমান নির্ধারিত হবে। চাই তা কম হোক আর বেশী হোক। শাফী ও হাম্বলী মাযহাবে মোহরানার পরিমান নির্ধারণের মুল ভিত্তি রাসুল (সা:) এর দুইটি হাদীস।

---

[১৩] AIR 1922 Lahore 171

[১৪] আল কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত ২০।

[১৫] শাওকানী, নায়লুল আওতার, ৬ষ্ঠ খন্ড (বৈরুত: দারুল ফিক্‌র, তা, বি.) পৃ.-১৬৮।

[১৬] কিতাবুল- ফিক্‌হ 'আলা মাযাহিবিল'- আরবা আ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৭।

[১৭] চল্লিশ কুরশ সমান বর্তমান বাংলাদেশ মুদ্রায় আনুমানিক ৫৫০ টাকা।

[১৮] কিতাবুল ফিক্‌হ 'আলা মাযাহিবিল 'আরবাআ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৭।

Scanned with CamScanner

প্রথমটি: "হযরত জাবির (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেন, যে ব্যক্তি স্ত্রীকে মোহর হিসাবে এক মুষ্টি আটা বা যব বা খাদ্য প্রদান করলো সে স্ত্রীকে হালাল করলো।"[১৯]

দ্বিতীয়টি: "সুতরাং তুমি তালাশ করো (মোহর) যদি ও তা একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হয়। রাবী বলেন, সে খোজ করে কিছুই পেলনা। রাসুল (সা:) বললেন, তোমার কিছু কোরআন জানা আছে কি? সে বললো, হ্যাঁ অমুক অমুক সুরা জানা আছে। সে সুরাগুলোর নাম বললো। রাসুলুল্লাহ (সা:) বললেন, কোরআনের যতটুকু তোমার জানা আছে তার বিনিময়ে তার সাথে তোমার বিবাহ দিলাম।"[২০]

ইমাম শাফী ও ইমাম হাম্বলী উপরোক্ত যুক্তিভিত্তিক দলিল দিয়ে বলেন, বিবাহ ক্রয় বিক্রয়ের মত। ক্রয় বিক্রয়ে মূল্যের কোন নির্দিষ্ট পরিমান নেই, অনুরূপভাবে বিবাহেও কোন মোহরের পরিমান নির্দিষ্ট নেই।

দেনমোহরের পরিমান কি হওয়া উচিত, ইসলামী শরীয়াতে এ সম্পর্কে কোন অকাট্য নির্দেশ দেয়া হয়নি। নির্দিষ্টভাবে কোন পরিমানও ঠিক করে বলা হয়নি। নবী করিম (সা:) মোহরানার কোন পরিমান নির্দিষ্ট করে দেননি এ কারণে যে, এ ব্যাপারে লোকদের আগ্রহ, উৎসাহ ও ঔদার্য প্রকাশ করার মান কখনো এক হতে পারেনা বরং বিভিন্ন যুগে দুনিয়ার বিভিন্ন স্তরের লোকদের আর্থিক অবস্থা, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, কার্পণ্য ও উদারতার ভাবধারায় আকাশ ছোঁয়া পার্থক্য হয়ে থাকে। বর্তমানেও এ পার্থক্য বিদ্যমান। এজন্যে সর্বকাল যুগ, সমাজ স্তর, অর্থনৈতিক অবস্থা ও রুচি উৎসাহ নির্বিশেষে প্রযোজ্য হিসেবে একটি পরিমান স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া বাস্তব দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাজেই মোহরানার পরিমান সমাজ, লোক ও আর্থিকমানের পার্থক্যের কারণে বেশীও হতে পারে, কমও হতে পারে। তবে শুধু শুধু পারিবারিক আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে এর পরিমান নির্ধারণে বাড়াবাড়ি ও দর কষাকষি করা আদৌ সমর্থন যোগ্য নয়। মোহরানার পরিমান এমন সামান্য ও নগন্য হওয়াও উচিত নয়, যা স্বামীর মনের উপর কোন শুভ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হবেনা অথবা দেনমোহরের পরিমাণ এমন বেশী হওয়াও উচিত নয়, যা আদায় করা স্বামীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে এবং সে জন্য স্বামী রীতিমত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে। মোটকথা মোহরানার পরিমান হবে এমন যা স্বামীর সামর্থ্যের মধ্যে এবং যা আদায় করার সদিচ্ছা স্বামীর থাকবে।

---

[১৯] আবু বকর আল জাসসার, আহকামুল- কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮।
[২০] আল- জামিউত- তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ.-২১১।

মোহরানা নির্ধারণ

সবচেয়ে উত্তম পরিমানের মোহ্রানা হচ্ছে তা, যা আদায় করা সহজসাধ্য।[২১] এজন্য একান্ত প্রয়োজন হচ্ছে অবস্থাভেদে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ পরিমানের মধ্যে সহজ দেয় একটা পরিমান বেঁধে দেয়া এবং এ ব্যাপারে কোন পক্ষ থেকে অকারণ বাড়াবাড়ি করা কিছুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়। মোহরানা বাঁধার মান মধ্যম পর্যায়ে আনার প্রচেষ্টা নবী করিম (সা:) এর সময় থেকে শুরু হলেও এ ব্যাপারে একটা ভুল দৃষ্টি যেন মুসলমানদের মধ্যে থেকেই গেছে। হযরত উমর ফারুক (রা:) এ সম্পর্কে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনি একদা মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে মোহরানা সম্পর্কে বিশেষভাবে বলেছিলেন, "সাবধান হে লোকেরা স্ত্রীদের মোহরানা বাঁধতে গিয়ে কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি করোনা। মনে রেখো, মোহরানা যদি দুনিয়ার মান সম্মান বাড়াতো কিংবা আল্লাহর নিকট তাকাওয়ার প্রমান হতো, তাহলে অতিরিক্ত মোহরানা বাঁধার কাজ করার জন্য রাসুলে করীমই (সা:) ছিলেন তোমাদের অপেক্ষাও বেশী অধিকারী ও যোগ্য। অথচ তিনি তার স্ত্রীদের ও কন্যাদের মধ্যে কারো মোহরানাই বারো আউকিয়া (চারশত আশি দিরহাম) এর বেশী ধার্য করেননি।"[২২]

মোহরানা নির্ধারণের সবচেয়ে উত্তম পদক্ষেপ হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মতামতের ভিত্তিতে তাদের জন্য সামর্থ্যযোগ্য একটি পরিমান নির্ধারণ করা, যাতে স্বামী সহজেই ধর্মীয় এই বাধ্যবাধকতাটি আদায় করতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মোহরানা বিবাহের পূর্বে কিংবা বিবাহের সময়ে কিংবা বিবাহের পরেও নির্ধারণ করা যায়। মুসলিম আইনে পঞ্চদশ বৎসর বয়োপ্রাপ্ত[২৩] যে কোন সুস্থ্য বালেগ বালেগা, স্বয়ং কিংবা প্রতিনিধির মাধ্যমে দেনমোহরের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে কিংবা পক্ষগণের নাবালেগ অবস্থায় তাদের অভিভাবকগণও উহা স্থির করতে পারে।[২৪]

যদি স্বামী-স্ত্রী চায় তবে বিবাহের পরেও মোহরের পরিমান বৃদ্ধি করা যেতে পারে।[২৫] নাবালক পুত্রের পক্ষে পিতা কর্তৃক মোহর সংক্রান্ত চুক্তি সম্পন্ন হলে পুত্র তা মানতে বাধ্য থাকবে। এমন কি পুত্র নাবালক থাকলেও বিবাহের পর অনুরূপ চুক্তি

---

[২১] সুনানু আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ.২৮৮।

[২২] মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, মার্চ- ২০০০) পৃ.-১৫৫

[২৩] (১৯৪৩) 2 call 554

[২৪] নূরুল মোমেন, মুসলিম আইন (ঢাকা: প্রকাশন প্রকাশনী, জুন- ১৯৭৭) পৃ.- ১৫৪

[২৫] (1933) 58, C.L.J. 251, (1944) All 325, (1940) 189 IC 725

Scanned with CamScanner

সম্পাদিত হতে পারে।[২৬] সুন্নীদের মতে পিতা অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করে থাকলে ব্যক্তিগতভাবে সে মোহর পরিশোধ করতে দায়ী হবেনা অথবা সে বিবাহে সম্মতি দিয়েছে বলে মোহর পরিশোধ করতে দায়ী হবেনা।[২৭] তবে পিতা নিজেকে চুক্তি দ্বারা বাধ্য করলে উক্ত দেন মোহর পরিশোধ করতে তিনি বাধ্য থাকবেন।[২৮] আবার জুডিশিয়াল কমিটির এক সিদ্ধান্ত অনুসারে নাবালক পুত্রের নিজস্ব কোন সামর্থ্য না থাকলে শিয়াদের মধ্যে পিতাই ঐ দেনমোহরের জন্য দায়ী থাকবে, এমনকি পুত্র যদি বালেগাত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ধনী হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহলেও পিতা দায়ী থাকবে।[২৯] তবে কোন ব্যক্তি যদি এরূপ গ্যারান্টি দেয় যে স্বামী অবশ্যই মোহর পরিশোধ করবে, তবে স্ত্রীর কাছে সেই ব্যক্তি জামিনদার হিসাবে দায়ী হবে।[৩০]

মোহরানা আদায় বা পরিশোধ

মুসলিম বিবাহে দেনমোহরের ব্যবস্থা করা হয়েছে কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে একটা কিছু বেঁধে দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়। বরং যা কিছু ধার্য করা হবে তা একদিকে যেমন স্ত্রীর প্রাপ্য আল্লাহর দেয়া অধিকার; অপরদিকে স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রমানস্বরূপ স্ত্রীর অঙ্গের অধিকার হালাল করার একটি পুরস্কারও বটে। অতএব তা ধার্য করতে হবে এমন উদ্দেশ্যে যাতে তা ঠিক ঠিকভাবে ও যথাসময়ে স্ত্রীকে প্রদান করা হয়। স্ত্রীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানও এর একটা বিশেষ লক্ষ্য। কিন্তু শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে যদি একটা বিরাট পরিমান বেঁধেও দেয়া হয় কিংবা স্বামীকে তা স্বীকার করে নিতে বাধ্যও করা হয়; অথচ তা সঠিকভাবে আদায়ই করা না হয় তাহলে তা পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। স্বামী যদি বিয়ের উদ্দেশ্যে মেয়ে পক্ষের অসম্ভব দাবীর নিকট মাথা নত করে দিয়ে তাদের মর্জি মতো বড় পরিমানের মোহরানা স্বীকার করে নেয়, আর মনে মনে চিন্তা ও সিদ্ধান্ত করে রাখে যে, কার্যত: সে তার কিছুই আদায় করবেনা, তা হলেও ব্যাপারটি একটি বড় ধরনের প্রতারনার পর্যায়ে পড়ে যায়। প্রকৃত পক্ষে আদায় বা পরিশোধ করার নিয়ত না থাকা স্বত্ত্বেও একটা বড় পরিমানের মোহরানা

---

[২৬] (1909) 13 C.W.N. 153: 4 I. C. 462

[২৭] (1927) 49 All 557

[২৮] মো: জহুরুল ইসলাম, বিবাহ ও বিবাহ সম্পর্কিত আইন (ঢাকা: সুপার অফসেট প্রিন্টার্স লি:, মে-১৯৯৬) পৃ. ৭৪।

[২৯] (১৯৩৮) 55 All 401, *Sabrir Hussain V Farzand Hasan* AIR (1938) P.C 80.

[৩০] অধ্যাপক এ. এ. খান. মুসলিম আইনের মুলতত্ত্ব (ঢাকা: পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৮৯) পৃ.-৩০২।

Scanned with CamScanner

মুখে স্বীকার করে নেয়া যে কত বড় গুনাহ্ তা রাসুলে করিম (সাঃ) এর বানী থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়।[৩১]

"যে লোক কোন মেয়েকে কমবেশী পরিমানের মোহরানা দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে বিয়ে করে অথচ তার মনে স্ত্রীর সে হক আদায় করার ইচ্ছে থাকেনা, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে ব্যভিচারী রূপে দাঁড়াতে বাধ্য হবে"।

হযরত সুহাইব ইবনে সানান (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসুলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "যে লোক তার স্ত্রীর জন্য কোন মোহরানা ধার্য করবে অথচ আল্লাহ জানেন যে তা আদায় করার কোন ইচ্ছাই তার নেই, ফলে সে আল্লাহর নামে নিজের স্ত্রীকেই প্রতারিত করলো এবং অন্যায়ভাবে ও বাতিল পন্থায় নিজ স্ত্রীর গোপন অঙ্গ নিজের জন্য হালাল মনে করে ভোগ করল, সে লোক আল্লাহর সাথে ব্যভিচারী হিসাবে সাক্ষাৎ করতে বাধ্য হবে।"[৩২]

মোহরানা হচ্ছে বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার একটি জরুরী শর্ত। মোহর পরিশোধ আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিবাহের বৈধতার জন্য ইহার উল্লেখ বিবাহের সময় অপরিহার্য নয় এবং একই কারণে বিবাহ বৈধতা পাবে যদিও স্বামী মোহর ধার্য না করার বিশেষ শর্তাধীনে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।[৩৩] সুতরাং মোহর পরিশোধ বা আদায় করা অবশ্য করনীয়। এ উদ্দেশ্যে কোরানে ঘোষণা করা হয়েছে, "অতঃপর দাম্পত্য জীবনের যে মধু তোমরা তাদের দ্বারা লাভ করো, উহার বিনিময়ে তাদের নির্ধারিত মোহরানা পরিশোধ করো। অবশ্য মোহরানা নির্ধারিত হওয়ার পর পারস্পরিক রেজামন্দী সহকারে যদি তোমাদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যায়, তবে এতে দোষ নেই।"[৩৪] মোহরানা অন্তরের সন্তোষ ও সদিচ্ছা সহকারে আদায় করার জন্য আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়ে বলেন, "আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে; সন্তুষ্ট চিত্তে তারা মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দে উপভোগ করতে পারো।"[৩৫] মোহরানাকে গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহ পাক আরো বলেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে যে দৈহিক প্রশান্তি লাভ করো তার বিনিময়ে তাদের মোহরানা ফরজ মনে করেই

[৩১] মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ.- ১৬০।

[৩২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

[৩৩] হেদায়া, পৃ. ৪৪।

[৩৪] আল কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত- ২৪।

[৩৫] আল কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত- ৪

আদায় করো।"[৩৬] বিবাহের পর স্ত্রীকে কিছু না দিয়ে তার কাছে যেতে রাসুলুল্লাহ (সা:) স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। হযরত আলী (রা:) হযরত ফাতিমা (রা:) কে বিবাহ করার পর তার নিকটে যেতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তখন রাসুল (সা:) তাকে বললেন, "তুমি তাকে কিছু প্রদান করো। তিনি (আলী) বললেন, আমার নিকট কিছুই নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করেন তোমার লৌহ বর্মটি কোথায়? (তা প্রদান করো)।"[৩৭] তাফসিরের উদ্ধৃতি দিয়ে মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন, "তোমরা পুরুষরা বিবাহিতা স্ত্রীদের সাথে সঙ্গমকার্য সম্পাদন করে যে স্বাদ গ্রহণ করেছ, তার বিনিময়ে তাদের প্রাপ্য মোহরানা পুরোপুরি তাদের নিকট আদায় করো এ হিসেবে যে, তা পূর্ণমাত্রায় দেয়া আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে।"[৩৮]

কোরান ও হাদীসের উপরোক্ত আলোচনার আলোকে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় মোহরানার অধিকার স্ত্রীদের একটি পরম অধিকার। স্বামীর কাছে স্ত্রীদের এটি একটি উৎকৃষ্ট ঋণ। দাফনের পূর্বে ঋণ আদায় করা শরীয়াতের নির্দেশ। কোন পুরুষ যদি মোহরানা পরিশোধ করবেনা এ নিয়্যত রাখে অথবা পরিশোধ না করে তবে হাশরের ময়দানে তাকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। মোহরানা সুষ্ঠরূপে আদায় করা স্বামীর জন্য একটি বাধ্যতামূলক ধর্মীয় দায়িত্ব।

বাংলাদেশ ৯০% মুসলমানকে নিয়ে একটি জনবহুল মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে পরিচিত। ধর্মীয় বিশ্বাস এখানকার অধিকাংশ মুসলমানের একটি আবেগময় অনুভূতি। মুসলিম বিবাহের ক্ষেত্রে মোহরানা সম্পর্কিত যে সকল বিধান ইসলামী আইনে রয়েছে, ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা হিসেবে সেগুলো বাংলাদেশের মুসলমানরাও মেনে চলে বা মেনে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু মোহরানা সম্পর্কিত শরীয়াহ আইনের নির্দেশ কিংবা বাংলাদেশে প্রযোজ্য মুসলিম বিধিবদ্ধ আইন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ফলে মোহরানা সম্পর্কিত মেয়েদের অধিকার নিশ্চিতকরণ শুভঙ্করের ফাঁকিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম পুরুষ নারীদের সামাজিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অথবা আইনের ফাঁকগুলোকে কাজে লাগিয়ে মেয়েদের মোহরানার অধিকারকে খর্ব করছে। আবার এদেশের মেয়েরাও তাদের অধিকার সম্পর্কে অসচেতন থাকার ফলে কিংবা দেশের প্রচলিত আইন সম্পর্কে উদাসীন থাকার ফলে মোহরানার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখন আমরা আলোচনা করবো শরীয়াহ্ আইনের বিপরীতে বাংলাদেশের

---

[৩৬] আল কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত-২৪।

[৩৭] সুলায়মান ইবনুল- আশ' আস আবু দাউদ, সুনানু আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ.-২৮৮।

[৩৮] মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ. ১৫২।

Scanned with CamScanner

আর্থসামাজিক বাস্তবতা কিভাবে স্ত্রীদের মোহরানার অধিকার সুনিশ্চিতকরণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও মহিলাদের মোহরানার অধিকার

কোরান ও হাদীসের আলোকে মুসলিম বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের মোহরানা নির্ধারণ ও আদায় সম্পর্কিত নির্দেশমালা ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে। কোরান ও হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ[৩৯] মোহরানা পরিশোধ স্বামীর উপর একটি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা।[৪০] একজন স্বামীকে ধর্মীয় কাজের অংশ হিসেবেই মোহরানা পরিশোধ করতে হয়, যদি সে তা পরিশোধ না করে তবে আল্লাহর দরবারে তাকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়।[৪১] বাংলাদেশের মুসলমানরাও ধর্মের প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল, তারপরেও মোহরানার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের অজ্ঞতাও কম নয়। এখানকার অধিকাংশ মুসলমান পুরুষ স্ত্রীদের মোহরানা আদায়ের ব্যাপারে যথেষ্ট উদাসীন। আবার স্ত্রীরাও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। বাংলাদেশে নারীরা অহরহ নির্যাতিত হচ্ছে নিজ পরিবারে ও সামাজিক পরিসরে। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হলো ইসলাম ধর্মের কিছু বিধানের অপব্যবহার ও অপব্যাখ্যা, যা নারীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত করছে। মোহরানাও এমন একটি বিষয় যা নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ এবং সঙ্গত কারণেই জনগণকে মোহরানা বিষয়ে সঠিক ধারনা প্রদান অত্যন্ত জরুরী, যাতে তারা এ সম্পর্কে ধর্মীয় ও আইনগত স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। ইসলামে মেয়েদের মোহরানার অধিকার স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হলেও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতা মেয়েদের এই অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অনেকটাই অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এখন আলোচনা করবো বাংলাদেশে মেয়েদের মোহরানার অধিকার সম্পর্কিত বাস্তবতা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েরা তাদের অধিকার থেকে কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে।

[৩৯] Abdur Rahim 334, Hedaya 44, Baillee 91, 8 All 149

[৪০] আয়াত ২৪, সুরা নিসা, আল কোরআন।

[৪১] গবেষণা পত্রিকা, দশমসংখ্যা ২০০৪-২০০৫, কলা অনুষদ রা.বি. পৃ. ১৩৮

Scanned with CamScanner

বাংলাদেশে মোহরানা সম্পর্কিত আইন

বাংলাদেশে মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে বর্তমান কাবিননামা বা নিকাহ্নামার ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ নং ধারায় দেনমোহর সম্পর্কিত শর্তসমূহ উল্লেখ রয়েছে। ১৩ নং ধারায় মোহরের পরিমান ১৪ নং ধারায় কি পরিমান আশু ও বিলম্বিত এবং ১৫ নং এ বিয়ের সময় দেনমোহরের কোন অংশ পরিশোধ হয়েছে কিনা- যদি হয়ে থাকে তার পরিমান ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। যেখানে নিকাহনামায় দেনমোহর পরিশোধের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই উল্লেখ নাই, সেখানে চাহিবামাত্র সমগ্র অর্থ দেয় বলিয়া ধরতে হবে। স্বামী মোহর আদায় না করলে-[৪২]

১) স্ত্রী তার সাথে বসবাস করতে অস্বীকার করতে পারে এবং ২) স্বামী মোহর প্রদানে ব্যর্থ হলে স্ত্রী মামলা করতে পারে বা তালাক দিতে পারে।

এ মোহর আদায়ের জন্য পারিবারিক আদালতে মামলা করলে আদালত স্বামীর প্রতি দেনমোহর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদানের জন্য রায় প্রদান করতে পারে। স্বামীর মোহর প্রদানে ব্যর্থতায় স্ত্রী ডিক্রী জারী মামলা করলে আদালত ডিক্রীকৃত টাকা আদায়ের জন্য পরোয়ানা জারী করবে এবং তারপর বিবাদী কর্তৃক অনাদায়ে ৩ মাসের কারাদন্ডের বিধান রয়েছে। উর্ধ্বদিকে দেনমোহরের কোন সীমা নির্দিষ্ট করা নাই। উহা আকাশচুম্বি হতে পারে কিংবা স্বামীর আয়ের বহুগুন উর্ধ্বেও হতে পারে। উহা যত উচ্চই হোক না কেন আদালত উহা ন্যায্য ঋণ ধার্য করেই উহার জন্য ডিক্রী প্রদান করবে, এমনকি উক্ত ঋণ পরিশোধ করার পর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করার মতো যদি কোন সম্পত্তি নাও থাকে তাহলেও সম্পূর্ণ দেনমোহর ডিক্রী দিতে আদালত বাধ্য থাকবে।[৪৩] আদালতের কোনক্রমেই উক্ত দেনমোহরকে হ্রাস করার ক্ষমতা নাই।[৪৪] যেহেতু দেনমোহর স্ত্রীকে স্বামীর তালাক হতে রক্ষা করে, তজ্জন্য যত উচ্চই হোক না কেন,

---

[৪২] ধারা ১০, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১

[৪৩] *Ahmad Kasim Vs Khatun Bibi* (1933) Cal 27

[৪৪] *Mohd, Ibrahim V Ma Ma* 1939 Rany 28.

তবে দুইটি ক্ষেত্রে আদালত দেনমোহর হ্রাস করে ডিক্রী প্রদান করতে পারে

i) যেক্ষেত্রে দেনমোহর অপ্রকৃত ও কাল্পনিক বলে স্থির হয় এবং

ii) যে ক্ষেত্রে আইন কর্তৃক হ্রাস করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

Scanned with CamScanner

আদালত উহা মঞ্জুর করবে।[৪৫] উহা অত্যন্ত বেশী কিংবা স্বামীর সামর্থ্যের বাহিরে, এরূপ কোন অজুহাত আদালত কর্তৃক গৃহিত হবেনা।[৪৬]

মোহরানা সম্পর্কিত উপরোক্ত বিধানগুলো বাংলাদেশে প্রযোজ্য হলেও স্ত্রীর মোহরানার ব্যাপারে বাস্তব চিত্র বাংলাদেশে সম্পূর্ণ বিপরীত। বেশীর ভাগ অভিভাবকগণ মোহরানাকে গ্রহণ করছে একটি লিখিত শর্ত হিসাবে, আদায়ের জন্য নয়। স্বামীও এ সম্পর্কে তদ্রুপ ধারণা পোষণ করে। যদিও বা আদায় করে, তার যতটুকু অংশ আদায় করে কাবিননামায় তার চেয়ে বেশী লেখা হয়। তাছাড়া দেশের বেশকিছু অঞ্চলে 'উচ্চ মোহর' ধার্য করা হয় লোক দেখানোর জন্য, আদায়ের জন্য নয়। নিকাহ্ হওয়ার সময় ঘোষণা দেয়া হয় ঐ উচ্চ মহলে কন্যাটির বিবাহ হচ্ছে যাতে মজলিসে তার পিতা-মাতার ও কন্যার সম্মান ও মূল্য বাড়ে। অথচ হয়তো কিছুই না দিয়ে নিকাহ্নামায় মোহর আদায় বলে দেখানো হয়- যা বাস্তবে আদায় করেনি। তাই প্রচলিত অনেক বিয়েতেই মোহরের নামে হয় তামাশা না হয় 'বঞ্চনা' সংঘটিত হচ্ছে, যা কোরান ও সুন্নাহ তথা ইসলামী আইনের (পূর্বেই আলোচিত) সম্পূর্ণ বিপরীত। আবার মোহরানার মামলার ক্ষেত্রেও মেয়েদেরকে এমন কিছু পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় যা তাদের অধিকার উপভোগের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসাবে কাজ করে।

মোহরানা'র ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অধিকাংশ বিবাহের বাস্তব চিত্র

১) বিবাহে পক্ষগণের যোগ্যতা

দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন সাবালক[৪৭] প্রত্যেক মুসলমান বিবাহ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে। বাংলাদেশে প্রযোজ্য ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন অনুযায়ী যারা নাবালক, তাদের বিবাহ দিয়ে দেয়া হচ্ছে হামেশাই। অনেক কাবিননামায় আসল বয়সকে লুকিয়ে বেশী বয়স উল্লেখ করে বিবাহকে আইনসিদ্ধ করা

---

[৪৫] *Zakeri Begum V Sakina Begum* (1892) 19 I A 157

[৪৬] *Mohomed Sultan Begum V Sarajuddin Ahmed* (1936) 161 IC 300

[৪৭] বিখ্যাত গ্রন্থ হেদায়া অনুসারে ইসলামী বিধানে বয়:সন্ধি এবং সাবালকত্ব এক এবং অভিন্ন। সাবালকত্বের বয়স পুরুষের জন্য নূন্যতম ১২ বছর এবং মেয়েদের জন্য ৯ বছর। কিন্তু লক্ষণ প্রকাশ না পেলে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই ১৫ বছর পূর্ণ হলে।
কিন্তু বাংলাদেশে প্রযোজ্য ১৯২৯ সালের বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন অনুযায়ী ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর পূর্ণ হলে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর পূর্ণ হলে সে সাবালক হিসাবে বিবেচিত হবে।

Scanned with CamScanner

হচ্ছে। বাস্তবিক পক্ষে গ্রামাঞ্চলে এরকম বাল্যবিবাহ সংঘটিত হচ্ছে অনেকক্ষেত্রেই অভিভাবকদের মোটা অংকের যৌতুকের টাকার লালসে। বর বা কনে কেহই জানেনা তাদের মোহরানার ভবিষ্যত সম্পর্কে। অর্থ উপার্জনে সক্ষম নয় এরূপ বেকার নাবালক পরবর্তীতে ভরণপোষণ প্রদান সহ মোহরানা পরিশোধে হিমশিম খায়। ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় দাম্পত্য কলহের। দাম্পত্য জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য মেয়েদেরকে ছাড় দিতে হয় তাদের মোহরানার দাবী, কারণ বিবাহের সময় যারা মোহরানা ঠিক করেন পরবর্তীতে তারা তার দায়িত্ব নেয়না অথবা বেঁচে থাকেনা। অনেক সময় বিবাহের কাবিন নামায় মোহরানার উল্লেখ থাকেনা; ফলে পরবর্তীতে স্বামী মারা গেলে অথবা স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হলে স্ত্রীর মোহরানার পরিমান সম্পর্কে জটিলতা দেখা দেয়। কখনো কখনো প্রয়োজনীয় সাক্ষী পাওয়া যায়না। বিবাহের সময় আর্থিক সঙ্গতি বিবেচ্য বিষয়। অনেকসময় মেয়ে পক্ষ ধনাঢ্য হয়, ছেলেপক্ষ গরীব, সেক্ষেত্রে মেয়ের status অনুযায়ী মোহরানা নির্ধারণ করতে যেয়ে মোহরানার পরিমান হয় অনেক বেশী। কিন্তু গরীব স্বামীর জন্য সে মোহরানা পরিশোধ করা পরবর্তীতে সম্ভব হয়ে উঠেনা। মোহরানা পরিশোধের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বামীর। অথচ বিবাহের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামীর সামর্থ্যের কথা চিন্তা না করেই উভয়পক্ষ মোহরানা ঠিক করে। যা পরবর্তীতে পরিশোধ করা সম্ভব হয়না। আল কোরানে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও নারীর বিবাহের উপর গুরুত্বারোপ করে বলা হয়েছে,

"তোমাদের ভিতর অবিবাহিতদের বিবাহ দিয়ে দাও এবং তোমাদের নেক্কার গোলাম ও দাসিদেরও। যদি তারা গরীব হয় তবে আল্লাহ নিজ রহমতে তাদের সচ্ছলতা দান করবেন। আল্লাহ নিজ রহমতে তাদের সচ্ছল করে না দেয়া পর্যন্ত যারা বিবাহ করতে পারেনা, তাদের চরিত্র হেফাজত করা উচিত (২ঃ ২৩২)।" বিবাহ দুইটি কারণে বিলম্বিত হতে পারে (ক) যদি উপযুক্ত পাত্র/ পাত্রী না পাওয়া যায় এবং (খ) যদি স্ত্রীর ভরণপোষনের কোন সংস্থান না থাকে।[৪৮]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যদি কেহ গরীব বা তার কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ না থাকে তাহলে বিবাহের ক্ষেত্রে তাকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অধিকাংশ জায়গায় বেকার যুবকরা মোটা অংকের যৌতুকের টাকা নিয়ে বা যৌতুকবিহীন বিবাহের পক্ষ হচ্ছে। স্ত্রীর ভরণপোষণের ক্ষমতাই যার নেই, স্ত্রীর মোহরানা আদায় করা তার পক্ষে অসম্ভব। দাম্পত্য কলহের একটি অন্যতম কারণ হলো বেকারত্ব। অথচ

[৪৮] মুহাম্মদ ফয়েজ উদ-দীন, মুসলিম বিবাহ ও বিধিবদ্ধ আইন, পৃ.- ৫৫।

Scanned with CamScanner

বেকার যুবকদের বিবাহের পক্ষ হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আইন কোন রকম সীমারেখা বেঁধে দেয়নি।

২) মোহরানা নির্ধারন ও স্বামীর সামর্থ্য

এ প্রসঙ্গে কোরান ও হাদীসের বক্তব্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। মোহরানার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমান সুনির্দিষ্ট নেই। স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী দুই পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে স্ত্রীর পারিবারিক মর্যাদাসহ কতগুলো বিশেষ দিক আলোচনা করে মোহর ধার্য করাই ইসলামের বিধান। মোহরানার দাবী যেহেতু একটি ধর্মীয় বিষয়, সেহেতু স্বামীর সামর্থ্য প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বাংলাদেশে মোহরানা নির্ধারণকে দেখা হয় পিতা-মাতা ও পক্ষগণের সম্মান ও আভিজাত্যের মাপকাঠিতে। দেশের বেশ কিছু অঞ্চলে 'উচ্চ মোহর' নির্ধারণ করা হয় লোক দেখানোর জন্য। যদিও এ ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। আবার অনেক কনেপক্ষের অভিভাবক মনে করে যে, যেহেতু মোহরানা বিবাহ বিচ্ছেদের একটি প্রধান অন্তরায়, সেহেতু বেশী মোহরানা ধার্য করলে স্বামী সহজেই তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে না, সঙ্গত কারণে তারা বেশী মোহরানা নির্ধারণ করে।[৪৯] একটি বিবাহ উভয়পক্ষের সামষ্টিক বিষয় হলেও 'মোহরানা' বর ও কণের নিজস্ব বিষয়, সেহেতু বিবাহের সময় বর ও কণের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মোহরানা নির্ধারণ করা উচিত। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ বিয়েতেই মোহরানার বিষয়ে বর ও কণের কোন পরামর্শ গ্রহণ করা হয়না। বিধায় পরবর্তীতে তা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি[৫০] হলেও অনেক বিয়েতে পক্ষগণ যৌতুককে কণে পক্ষের দেয়া উপহার হিসাবে দেখায়। ফলে যৌতুক প্রথার উপস্থিতিতে যেসকল বিয়ে সংঘটিত হয় সে সকল বিয়েতে কনে পক্ষের দাবী থাকে 'যৌতুক যত বেশী, মোহরানাও তত বেশী'। যৌতুকের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মোহরানা নির্ধারণ করতে যেয়ে তা আকাশচুম্বি হয় বিধায় স্বামীর সামর্থ্যের বাহিরে চলে যায়।

৩) মোহরানা আদায় বা পরিশোধ

বিবাহের অন্যতম আবশ্যকীয় শর্ত হচ্ছে মোহর ধার্য ও আদায় করা। যেহেতু এটি আল্লাহর আদেশের মাধ্যমে ফরজ করা হয়েছে, সেহেতু মোহরানা অবশ্যই আদায় করতে হবে। এটি সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীর প্রাপ্য সম্পত্তি, কাজেই বিবাহ ছিন্ন হলেও এটা স্ত্রীরই থাকবে।

---

[৪৯] নুরুল মোমেন , মুসলিম আইন, (বাংলা একাডেমী , ঢাকা- ১৯৭৭) পৃ. ১৫৫।

[৫০] মিসেস জোবাইদা সুলতানা, যৌতুক একটি সামাজিক ব্যধি: ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'ল' জার্ণাল, ডিসেম্বর ২০০৫.

এমনকি পুরুষ যদি স্ত্রী সহবাসের পূর্বে তালাক দেয় তবুও অবশ্যই তাকে অর্ধেক মোহর দিতে হবে।[৫১] পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে, "অত:পর দাম্পত্য জীবনের যে মধু তোমরা তাদের দ্বারা লাভ করো, উহার বিনিময়ে তাদের নির্ধারিত মোহরানা পরিশোধ করো। অবশ্য মোহরানা নির্ধারিত হওয়ার পর পারস্পরিক রেজামন্দী সহকারে যদি তোমাদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যায় তবে এতে দোষ নেই।"[৫২] পবিত্র কোরানে আরো বলা হয়েছে, "তোমরা স্ত্রীদের মোহরানা তাদের মনের সন্তোষসহকারে আদায় করো, অবশ্য তারা নিজেরা যদি নিজেদের খুশিতে মোহরানার কোন অংশ তোমাদের মাফ করে দেয় তবে তোমরা তা আনন্দে উপভোগ করতে পারো।"[৫৩] একজন বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন সাবালিকা স্ত্রী বৈধভাবে তার মোহর কমাতে অথবা পুরোপুরি ছেড়ে দিতে পারেন অথবা স্বামীকে তা উপহার হিসাবে প্রদান করতে পারেন, বিবাহ সম্ভুক্ত হোক বা না হোক।"[৫৪] তবে অবশ্যই তা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হতে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দেনমোহর আদায় বা পরিশোধ একটি অবশ্য করণীয় কাজ বিবাহের ক্ষেত্রে। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেনমোহর প্রদান অথবা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে দেনমোহর মওকুফ অথবা স্বামীর সম্পত্তি ভোগ দখলের মাধ্যমে দেনমোহর পরিশোধিত বা আদায় হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু ভিন্ন চিত্রও দেখা যায়-

ক) **মোহরানা মওকুফের ক্ষেত্রেঃ** বাসররাত বা ফুলশয্যার রাত বাঙালী মেয়েদের জীবনে পরম কাঙ্খিত, আবেগময়, স্বপ্নময় সময়। কোন মেয়েই চায়না এমন সময়টিতে স্বামী মন খারাপ করুক, অথবা স্বপ্নময় এই সময়টি বৃথা নষ্ট হয়ে যাক। এই সময়টিতে দাম্পত্য রোমান্টিকতার স্বার্থে মেয়েরা স্বামীর সকল আবদার পূরণ করার চেষ্টা করে। বাংলাদেশের অনেক ছেলেই এটা জানে। আর এমন সময়টিতে অনেক স্বামীই দেনমোহর নামওয়াস্তে স্ত্রীকে দিয়ে অথবা পুরা দেনমোহরটাই মাফ চেয়ে বসে। দাম্পত্য জীবনে এই মধুর ক্ষণে অধিকাংশ বাংলাদেশী মেয়েই দেনমোহর থেকে স্বামীকে নিস্কৃতি দেয়। এমন একটা আবেগময় মূহুর্তে স্ত্রীর সম্মতি বৈধ সম্মতি কিনা প্রশ্ন থেকে যায়, আবার অনেক আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবের উপস্থিতিতে স্বামী স্ত্রীর কাছে দেনমোহর মাফ চাইলে স্বামীর সম্মান রক্ষার্থে স্ত্রী ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দেনমোহর মাফ করে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, স্বামী তার জীবদ্দশায় দেনমোহর পরিশোধ না করলেও মৃত্যুর সময় মুমূর্ষ অবস্থায় স্ত্রীর কাছে মাফ চায়। কোন বাঙালী স্ত্রীই পারেনা স্বামীর শেষ অনুরোধ না

[৫১] আল কোরআন, সুরা বাকারা, আয়াত- ২৩৭

[৫২] আল কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত- ২৪

[৫৩] আল কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত-৪

[৫৪] নেইল বেইলী, এ ডাইজেষ্ট, পৃ. ৯৫

Scanned with CamScanner

রাখতে। অথচ স্ত্রীর পরম অধিকার হিসাবে মোহরানার অর্থ তার জীবনের ধারাবাহিকতায় বিশেষ পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক অবলম্বন হয়ে উঠতে পারতো। আবার অনেকেই স্বামীর ভালবাসা পাওয়ার জন্য স্বামীকে দেনমোহর মওকুফ করার কথা ঘোষণা করে। বাস্তবিক পক্ষে মোহরানা এরূপ ক্ষেত্রে মাফ হয় কিনা সে সম্পর্কে শরীয়াহ্ আইনের পাশাপাশি বাংলাদেশী আইনও নীরব। অথচ মাফ পাওয়ার চিন্তার বিপরীতে ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী পরিশোধের দৃঢ়তা নিয়েই একজন পুরুষের বিবাহ করা উচিত। অনেক স্বামীর মধ্যেই পরিশোধের চেয়ে মওকুফ করে নেয়ার মনমানসিকতা থাকায় বাংলাদেশে অনেক বিবাহেই মেয়েদের মোহরানার অধিকার আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আর কিছুই বুঝায়না। তবে কলিকাতা হাইকোর্টের ভাষ্য অনুযায়ী স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য অত্যধিক মানসিক যন্ত্রনা ভোগ করছে এরূপ অবস্থায় কিংবা যদি তার স্বামীর ভালবাসা পাওয়ার সম্ভাব্য পন্থা হিসাবে দেনমোহরের দাবী পরিত্যাগ করে তবে সে (স্ত্রী) উহার দ্বারা বাধ্য হবেনা।[৫৫] মাদ্রাজ[৫৬] এবং পাটনা[৫৭] হাইকোর্টের রায় অনুসারে যদি স্ত্রী Majority Act, 1875 অনুসারে প্রাপ্ত বয়স্ক না হয়, তাহলে সে স্বামীকে দেনমোহর আদায় হতে নিস্কৃতি দিলেও উহা আইনে গ্রাহ্য হবে না। কিন্তু এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলেছে যে, স্ত্রী মুসলিম আইনানুযায়ী বালেগা হলেই সে স্বামীকে দেনমোহর হতে রেহাই দিতে সক্ষম, কারণ বিবাহ ও দেনমোহর সম্পর্কিত কার্যাবলী মুসলিম আইনানুযায়ী বৈধ হবে।[৫৮]

খ) **পারিবারিক শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রেঃ** বিবাহ বিপরীত লিঙ্গের দুই ব্যক্তির মধ্যে ভালবাসা ও সেবার অনুভূতি প্রকাশে সহায়তা করে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালবাসা শুধুমাত্র ক্ষনিকের আবেগের উপর নির্ভর করেনা বরং দায়িত্ববোধ, বিশ্বস্ততা এবং সভ্যতার ভিত্তি স্থাপনকারী মস্তিস্ক ও হৃদয়ের অন্যান্য গুণাবলীর উপর নির্ভর করে।[৫৯] সঙ্গত কারণে একজন স্ত্রী পারিবারিক ও দাম্পত্য শান্তি রক্ষার্থে যে কোন ধরণের ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। চাহিবামাত্র বা তলবী মোহরানা স্ত্রী যে কোন সময় দাবী করতে পারে এবং স্বামী তা দিতে বাধ্য।[৬০] স্বামী অসন্তুষ্ট হতে পারে অথবা পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে বলে স্ত্রী অনেক সময় মোহরানা স্বামীর নিকট থেকে চায়না। আবার বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে মেয়েদের মোহরানার অধিকার ও ইসলামী অনুশাসন সম্পর্কে অনেক

---

[৫৫] *Nurun Nessa V Khajeh Mohamed* (1920) 47 Cal 537

[৫৬] *Ali Dhunimsa V Mohammad* (1918) 41 Mad 1024

[৫৭] *Najmun Nisa V Serajuddin Ahmed* (1938) Patna 303

[৫৮] *Quasim Husain Vs Bibi Kaniz* (1932) 54 All 806

[৫৯] মুহাম্মদ ফয়েজ উদ্-দীন, মুসলিম বিবাহ ও বিধিবদ্ধ আইন, পৃ. ৫৪

Scanned with CamScanner

স্বামী সচেতন না থাকার কারণে স্ত্রীরা স্বামীর কাছে মোহরানা দাবী করলে স্বামী ঐ স্ত্রী সম্পর্কে বিরূপ ধারণা করে বসে অথবা স্ত্রীকে অনাকাঙ্খিত কিছু সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে, যার ফলে পারিবারিক অসন্তোষ তৈরী হয়। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক এই বাস্তবতার কারণে অনেক স্ত্রীই স্বামীর জীবদ্দশায় মোহরানা দাবী করতে সাহস পায়না। আবার স্বামীর মৃত্যুর পর মোহরানা আদায় করতে যেয়ে অনেক আইনী জটিলতার মুখোমুখি হয়।

গ) **মোহরানা পরিশোধের নিমিত্ত্বে স্বামীর সম্পত্তি দখলের ক্ষেত্রেঃ** মোহরানা আদায় বা পরিশোধ না হলে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি দখলে রাখতে পারবে। তবে এই দখল তাকে কোন মালিকানা স্বত্ব প্রদান করেনা।[৬১] যদি কোন বিধবা দেনমোহরের পরিবর্তে শক্তি প্রয়োগ বা তঞ্চকতা ব্যতিরেকে, তার স্বামীর কোন সম্পত্তির দখল গ্রহণ করে থাকে, তাহলে সে উহা তার স্বামীর উত্তরাধিকারীগণের কিংবা তার উত্তমর্ণগণের বিরুদ্ধেও যে পর্যন্ত না তার দেনমোহর পরিশোধ হয় সে পর্যন্ত দখলে রেখে, ঐ সম্পত্তির আয় হতে উহা পরিশোধ করে নিতে পারে।[৬২] দেনমোহরকে সাধারণ ঋণ হিসাবে দাবী করে একজন মুসলমান স্ত্রী আদালতে মোকদ্দমা করতে পারে এবং ঐ মোকদ্দমার ডিক্রীতে যদি উল্লেখিতও হয় যে ঐ দেনমোহর মরহুমের সম্পত্তি হতে পরিশোধিত হবে তাহলেও ঐ সম্পত্তি দেনমোহরের জন্য দায়বদ্ধ ধরা হবেনা।[৬৩] সুতরাং দেখা যাচ্ছে মোহরানার জন্য স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি দখলে রাখতে পারে আবার মামলাও দায়ের করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে বাস্তব অবস্থা হলো অনেক স্ত্রীই পাবিরারিক বন্ধনের কারণে স্বামীর জীবদ্দশায় বা স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলেমেয়ে বা উত্তরাধিকারীদের প্রতি আন্তরিকতার বিপক্ষে আদালতে মামলা করতে চায়না। ফলশ্রুতিতে তাদের মোহরানা অপরিশোধিতই থেকে যায়। আবার স্বামীর জীবদ্দশায় স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে স্বামীর সম্পত্তি দখলে রাখা সম্ভব হলেও স্বামীর মৃত্যুর পর সামাজিক বাস্তবতার কারণে উত্তরাধিকারীদের সম্মতি পাওয়া অনেকটাই কঠিন হয়ে পড়ে। সে কারণে শান্তিপূর্ণভাবে অনেক ক্ষেত্রেই স্বামীর সম্পত্তি দখলে রাখা সম্ভব হয়না।

৪) **আদালতে মামলা**

মোহরানা যদি স্বামীর জীবদ্দশায় পরিশোধ বা আদায় না হয় কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে স্বামীর সম্পত্তি দখলে রেখে সম্পত্তি হতে

---

[৬০] আলিমুজ্জামান চৌধুরী, বাংলাদেশে মুসলিম আইন. (অরণী প্রকাশনী, ঢাকা, মার্চ- ১৯৮৯) পৃ. ৪০৬।

[৬১] *Asia Khatun V Amarendra Nath Baun* AIR 1940 Cal 578

[৬২] D.F. Mulla, *Principles of MAHOMEDAN LAW*, (Bombay: N. M. Tripathi Private Ltd. 1990) 19th edition, Page 250.

[৬৩] *Qasim Husain V Habibur Rahman* (1929) 56 IA 254.

Scanned with CamScanner

অর্জিত অর্থের মাধ্যমে মোহরানা আদায় সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে স্ত্রী কিংবা স্ত্রীর অবর্তমানে তার উত্তরাধিকারীরা যদি চায় তবে আদালতে মামলা দায়ের করে মোহরানা আদায় করতে পারে।[৬৪] আবার স্বামীর জীবদ্দশায় স্বামীর কাছে মোহরানা দাবী করে না পেলে, সেক্ষেত্রেও স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে মোহরানার জন্য আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে। বাংলাদেশে অনেক স্ত্রীই আদালতের শ্মরণাপন্ন হতে চায়না। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যে মেয়েটির বিবাহ হয়েছে ৫০০ টাকা দেনমোহরে ঐ মেয়েটির দেনমোহরের মামলায় বাংলাদেশী আইন বর্তমানেও ৫০০/= টাকার বেশী রায় দিতে পারে না। কারণ দেনমোহরের ক্ষেত্রে টাকার মুল্যমান অতীত ও বর্তমান সমান। অথচ টাকার মূল্যমান প্রতিনিয়ত অবমূল্যায়ন হচ্ছে। ফলে স্বল্প মূল্যের দেনমোহরের জন্য অনেকেই মামলা করতে চায়না। বাংলাদেশে আদালতের দীর্ঘসুত্রিতাও দেনমোহরের মামলায় মহিলাদের অনাগ্রহের অন্যতম কারণ। পারিবারিক আদালতে একটি মামলা করলে তার সাথে অনেক বিষয় জড়িত থাকে। অথচ শুধু দেনমোহরের জন্যই মামলা করার সুযোগ থাকলে মামলা কার্যক্রমে দীর্ঘসুত্রিতা থাকতো না। একটি মামলা চালাতে গিয়ে অনেক সময় প্রত্যাশিত মোহরানার চেয়ে অনেক বেশি খরচ হয়। আবার মোহরানার মামলার ক্ষেত্রে দুটি মামলা করতে হয়;[৬৫] যা স্ত্রীদের মোহরানার অধিকার নিশ্চিতকরণে দীর্ঘসূত্রিতাসহ নানা রকম সমস্যার তৈরী করে। রেজিষ্টার পরিবর্তন করার কারণে, কিংবা আদালতে কাজী সাহেব না যেয়ে অনেক সময় প্রতিনিধি পাঠানোর কারণে তদারকিতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। মোহরানার জন্য যে সকল মহিলা আদালতে যায় তাদের অধিকাংশই গরীব। আর এইসব গরীব মহিলাদের মোকদ্দমা অনেক সময় সেরেস্তাদাররা নিতে চায়না; ফিরিয়ে দেয়। আবার একটি মামলা চালাতে যেয়ে একজন মহিলাকে শুধুমাত্র মহিলা হওয়ার কারণে অনেক জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়। মোহরানার পরিশোধ না করার জন্য পুরুষদের যে শাস্তির বিধান আইনে রাখা হয়েছে তা খুবই নগন্য। ফলে এদেশে অনেক পুরুষ মোহরানাকে এড়িয়ে চলছে আইনের তোয়াক্কা না করেই। বাংলাদেশের আদালত কার্যক্রমে উপরোক্ত অসুবিধাগুলো থাকার কারণে মহিলারা মোহরানা আদায়ের মামলা

---

[৬৪] B.R Verma, 'Islamic Law' (Law Publishers Private Ltd., India, 6th Edition, 1991), P. 181.

[৬৫] স্ত্রীকে প্রথমত মোহরানার জন্য একটি Civil মামলা করতে হয়। স্ত্রীর পক্ষে ঐ মামলার ডিক্রী হলে, পরবর্তীতে স্ত্রীকে মোহরানা আদায় করে দেয়ার জন্য একই আদালতে আরো একটি মামলা দায়ের করতে হয়, যা 'Execution Suit' নামে পরিচিত। এই দ্বিতীয় মামলাটির মাধ্যমে আদালত স্ত্রীর মোহরানার অধিকার নিশ্চিত করে।

Scanned with CamScanner

করতে চায়না। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে মোহরানার অধিকার সুনিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া প্রত্যাশার আলোতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

উত্তরণের উপায়

মোহরানা বিবাহ স্থায়ী করার সহায়ক। স্বামী যখন তখন স্ত্রীকে যেন নিঃস্ব অবস্থায় পরিত্যাগ করতে না পারে মোহরানা অনেকটা তার নিশ্চয়তা বিধান করে।[৬৬] মোহরানার দাবী স্ত্রীর একান্তই ব্যক্তিগত অধিকার, আবার মোহরানা আদায় স্বামীর জন্য অবশ্যকরণীয় ফরজ কার্য। ইসলামে যেমন মোহরানা স্ত্রীর জন্য বিবাহের প্রতিদান, পাশাপাশি স্বামীর জন্য এটা ধর্মীয় কাজের অংশ। মোহরানা সম্পর্কিত ইসলামী অনুশাসন বা কোরান-হাদীসের নির্দেশমালা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কোন স্বামী যদি স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ না করে তবে তাকে কঠিন গোনাহগার হতে হয়। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী কোন ধর্মপ্রাণ মুসলমান শরীয়তী বিধিনিষেধগুলো উপেক্ষা করতে পারেনা; কিন্তু তারপরেও মোহরানা পরিশোধের মতো একটি ফরজ কার্য অনেকেই এড়িয়ে চলছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে অনেক মেয়েই মোহরানার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশে মেয়েদের মোহরানার অধিকার সুনিশ্চিত নয় এর কারণ হিসাবে দুটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে (১) মোহরানা সম্পর্কিত শরীয়াহ আইনের অনুশাসনগুলো সম্পর্কে এদেশের অধিকাংশ মুসলমান অজ্ঞ এবং (২) মোহরানার অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য কার্যকর কোন আইন এদেশে নেই অথবা আইন থাকলেও তার যথার্থ প্রয়োগ নেই। শরীয়াহ আইনের বিধানগুলো প্রত্যেক মুসলমান যদি যথার্থভাবে অনুসরণ করতো, তাহলে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় এদেশে কোন মেয়েই মোহরানার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো না। আবার কোন কারণে যদি মোহরানা সম্পর্কিত কোন সমস্যা দেখা দেয় তাহলে প্রয়োজনীয় আইন তৈরী বা বিদ্যমান আইন ও আদালতের সংস্কারের মাধ্যমে মেয়েদের মোহরানার অধিকার সুনিশ্চিত করা সম্ভব। মোহরানার অধিকার নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা জরুরী-

(ক) গণ সচেতনতা সৃষ্টিঃ বাংলাদেশে মোহরানার অধিকার সম্পর্কিত অনিশ্চয়তার জন্য জনগণের অজ্ঞতাই প্রধান কারণ। এদেশের অধিকাংশ মুসলমান মোহরানা সম্পর্কিত শরীয়াহ্ আইনের বিধিনিষেধগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। অধিকাংশ মেয়ে যেমন জানেনা তাদের অধিকারের পরিসীমা সম্পর্কে, পাশাপাশি অধিকাংশ পুরুষও জানেনা তাদের ধর্মীয় দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে। আবার মোহরানা সম্পর্কে দেশের বিদ্যমান আইন ও

---

[৬৬] এম. হাবিবুর রহমান, মুসলিম আইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৩।

তার প্রয়োগ সম্পর্কেও তারা অজ্ঞ। সঙ্গতকারণে মেয়েদের এই অধিকারটি অনিশ্চিতই থেকে যায়। এ জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ব্যাপকভাবে গণসচেতনতা জাগরণ। মানবাধিকার কর্মী, অভিভাবক, বিবাহ রেজিষ্ট্রার, মসজিদের ইমাম, কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি, প্রাইমারী, হাইস্কুল ও কলেজের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীসহ সকলকে সচেতন করতে হবে মোহরানার ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কে। বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার শহর অঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে কম। গ্রামাঞ্চলের বেশীরভাগ লোক নিরক্ষর কিংবা অর্ধশিক্ষিত কিংবা তাদের পড়াশুনার মান প্রাইমারী কিংবা হাইস্কুল পর্যন্ত। আবার বংলাদেশে শিক্ষা কারিকুলামে প্রাইমারী থেকে হাইস্কুল পর্যন্ত একই পঠ্যপুস্তক সকল ছাত্রকে বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো হয়। পরবর্তিতে অনেকেই বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে, অনেকেই পারেনা বিভিন্ন প্রতিকুলতার কারণে। একজন শিক্ষিত মানুষের শিক্ষার স্তর যাই হোক না কেন তাকে প্রাইমারী কিংবা হাইস্কুল কার্যক্রম পরিপূর্ণ করতেই হয়। বাংলাদেশে অধিকাংশ বিবাহ সংঘটিত হচ্ছে কম শিক্ষিতদের মধ্যে, আবার যেহেতু শিক্ষিতের হার বাংলাদেশে বাড়ছে, সেহেতু মোহরানা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে প্রাইমারী বা হাইস্কুল স্তরের পাঠ্যপুস্তকে মোহরানা সম্পর্কে পাঠদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ব্যাপকভাবে গণজাগরণ তৈরী হলে মোহরানা সম্পর্কে মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন হবে এবং বাংলাদেশে মোহরানার অধিকার সম্পর্কিত জটিলতার অবসান ঘটবে।

(খ) মোহরানা আদায়ের ব্যবস্থাঃ মোহরানা স্ত্রীর অবশ্য প্রাপ্য সম্পত্তি, সুতরাং তা আক্‌দের সঙ্গে সঙ্গে আদায় করে দেয়াই বাঞ্ছনীয়।[৬৭] বিবাহের পরে বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতার কারণে যেহেতু মোহরানার অধিকার অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, সে কারণে আইন পাশ করে বিবাহের সময়েই অথবা বিবাহের অব্যবহিত পরেই নির্দিষ্ট কিছুদিনের মধ্যেই মোহরানা আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে সালিশী পরিষদকে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে অথবা বিবাহ রেজিষ্ট্রেশনের সময়েই মোহরানা আদায় নিশ্চিত করে তা কাবিননামায় উল্লেখ করতে হবে। এ ব্যাপারে উভয়পক্ষকেই আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে। বেকার যুবকদের ক্ষেত্রে বিবাহ বৈধ না বেআইনী সে ব্যাপারে আইনে নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা থাকা অত্যাবশ্যক। তাই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বেকার যুবকদের অবস্থান ঘোষনা করতে হবে।

(গ) শাস্তির পরিমান বৃদ্ধি করতে হবেঃ মোহরানা আদায় না করার জন্য বাংলাদেশে যে শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা নেহায়েত নগন্য। আইনের সংশোধন সাপেক্ষে এই শাস্তির

---

[৬৭] মোঃ নুরুল আমিন, ফাতাওয়া ও মাসাইল, পঞ্চম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ-২০০১), পৃ. ১১২।

Scanned with CamScanner

পরিমান বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে করে শাস্তি এড়ানোর ভয়ে স্বামীরা মেয়েদের মোহরানার অধিকার নিশ্চিত করে।

(ঘ) আদালত কার্যক্রমের সংস্কারঃ আইন প্রণয়ন করে বাংলাদেশের আদালত ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। দীর্ঘসুত্রিতা এড়ানোর জন্য মোহরানা, ভরণপোষণ, অভিভাবকত্ব, বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়গুলোর জন্য আলাদা আলাদা আদালত Cell গঠন করা যেতে পারে। বিভিন্ন ইসলামী বিষয়গুলোর (মোহরানা, ভরণপোষণ অভিভাবকত্ব প্রভৃতি) ক্ষেত্রে আদালত সিস্টেমে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য Specific আইন থাকা দরকার। একটি মোহরানার মামলার ক্ষেত্রে একজন মহিলাকে আদালতে দুইটি মামলা দায়ের করতে হয়, যা নানারকম অসুবিধার তৈরী করে। অথচ একটি মামলার মাধ্যমেই এর সমাধান করা সম্ভব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মোহরানার মামলার ক্ষেত্রে মেয়েদের অনাগ্রহের মূল কারণ টাকার মূল্যমান। অতীতে টাকার যে মূল্য ছিল, বর্তমানেও কোর্ট মোহরানাকে সেই টাকা ধরেই রায় প্রদান করে; আদালত উক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণের বাহিরে যেতে পারেনা, তাই ডিক্রীর ক্ষেত্রে বর্তমান বাজারে টাকার মূল্যমানের দিকে লক্ষ্য রেখে আদালতকে রায় প্রদান করতে হবে অর্থাৎ আদালত কর্তৃক টাকার মুল্যমান বৃদ্ধি করতে হবে। সেরেস্তাদাররা অনেক সময় গরীব মহিলাদের মামলা গ্রহণ করতে চায়না, এক্ষেত্রে তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য আদালত কর্তৃক যে কোন ধরণের তদারকির আধুনিকায়ন করতে হবে।

উপসংহারঃ

মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যেই শরীয়াতের সকল বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। বিবাহের মোহরানা এ বিধানগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি বিধান। বিবাহের সময় বা এর অব্যবহিত পরেই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মোহর আদায় করা কর্তব্য। আর যদি স্বামীর জীবদ্দশায় মোহর আদায় করা না হয় তাহলে স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে মোহর আদায় করতে হবে। কারণ এটা তার ঋণস্বরূপ। এ ব্যাপারে কোরান ও হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট। ব্যাপকভাবে মোহরানা সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হলে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আসবে এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মেয়েদের মোহরানার অধিকার সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস। সর্বোপরি, মেয়েরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলে এর মাধ্যমে আশা করা যায় মোহরানা সম্পর্কিত অসুবিধাগুলো দূর হবে এবং এদেশের মেয়েরা মোহরানার অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারবে।